আজকের ভারতে নেতৃত্বের সব থেকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রবাদের প্রধান কারণকে প্রধানমন্ত্রী অকুন্ঠ সমর্থন করেছেন। তিনি শক্তির বিকাশে আস্থা রাখেন এবং রাজ্যগুলিকে নিজেদের সাধ্যে যতখানি সম্ভব কার্যসম্পাদনের সুযোগ দেন। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে, সব রাজ্যগুলিই টিম ইন্ডিয়ার অংশ যারা এক গর্বদৃপ্ত এবং আত্মবিশ্বাসী দেশ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এইরূপ পথপদর্শনকারী নেতার চিন্তাভাবনার প্রতিফলনে যুক্তরাষ্ট্রবাদের প্রয়োগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটবে বলে আপনি হয়ত মনে করে থাকবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃত ঘটনা তা নয়।

শ্রীনিবাসন দ্বারা পরিচালিত বিসিসিআই আমলাগোষ্ঠী, এমন ব্যক্তিবর্গ যাঁরা সেই উদাহরণ মেনে চলতে চান না, ভারতীয় ক্রিকেটে যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্ববিষয়ে মতামত প্রকাশে বাধাদানে তাঁরা যে সর্বতোভাবে প্রয়াস করে চলেছেন, তা থেকে একথা প্রমাণিত। সব বয়স দলে(এজ গ্রুপ) ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রাজস্থানকে বাইরে রাখার তাঁদের যে ঘোষিত পরিকল্পনা, তা এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। একবার ভাবুন, খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, দু-দুবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান, প্রধান টুর্নামেন্টে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেন? অত্যন্ত সহজ উত্তর, কারণ কোন রাজ্য গোষ্ঠীর তাদের শাসন ব্যবস্থা নির্বাচন করার জন্য বৈধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া থাকবে, সে চিন্তাভাবনা তাদের পছন্দ নয়। শ্রীনিবাসনের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় এই ভীতি এতটাই, যে তারা রাজস্থানকে সব বয়স দল(এজ গ্রুপ) টুর্নামেন্ট থেকে বাইরে রাখার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি মনে করি তারা একবার প্রধানমন্ত্রীকে দেখুক এবং তাঁর থেকে কিছু শিখুক।

বিজেপি আঠাশটি রাজ্যে এবং ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সবগুলিতেই ক্ষমতায় নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী বিজেপি-বিহীন রাজ্যগুলিকে অবহেলা করছেন। তিনি যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি সমগ্র ভারতের পক্ষেই এই পদে অবস্থান করছেন। যখন কেউ এ আসন লাভ করেন তখন ক্ষুদ্র মানসিকতা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন এভাবে ভাবেন না। তাঁর মতে, যাঁরা বিরোধীপক্ষের তাঁরা প্রকৃতই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতকে এক উন্নতমানের ক্রিকেটের দেশ গড়ে তোলার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা এ নয়। একসাথে থাকলে আমরা অপরাজেয় শক্তি, কিন্তু আমরা যদি দলাদলি করে ভাগ হয়ে যাই তাহলে আমরা বিভিন্ন স্তরে কেবলমাত্র ব্যর্থতাই দেখব।

বিসিসিআই নির্বাচকমন্ডলী রাজস্থানের বর্তমান গর্ব পঙ্কজ সিংহকে টেস্ট বোলার হিসাবে ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য বাছাই করে থাকতে পারে। এখনকার পক্ষে তা এক বিপথগামিতা, যেহেতু যখন সর্বোচ্চ স্তরে সুযোগের কথা ওঠে তখন রাজস্থানের অন্যান্য প্রতিভাশালী ছেলেরা সেই স্তরের খেলার মাঠে জায়গা খুঁজে পায় না। রঞ্জি ট্রফিতে আমরা রবিন বিস্তকে রানের পাহাড় গড়তে দেখেছি, কিন্তু আজ সে ছবিতে নেই। দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা প্রতিভাদের কিছু অংশ রাজস্থানে আছে, কিন্তু সুযোগের অভাবে প্রতিভার দাম নেই।

কিন্তু, রাজ্য গোষ্ঠীগুলির বিরোধীদের দ্বারা 'পরিচালিত' হওয়ার প্রতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসনের এই অনীহার অভাবের উদাহরণ একমাত্র রাজস্থানই নয়। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম টিভি প্রোডাকশনের জন্য আদর্শমানের নয় - এই সাম্প্রতিক সংবাদটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমন একটি স্টেডিয়াম, যেটি বিশ্বকাপ 2011-র ফাইন্যাল, বিশ্বকাপ 1987-র সেমি ফাইন্যাল এবং বিশ্বকাপ 1996-এর ম্যাচের মত বিরাট মাপের খেলা এবং অন্যান্য প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ খেলার আয়োজন করেছে, সেটি হঠাত্ করেই পর্যাপ্ত মানের নয় হয়ে গেল? শ্রী শরদ পাওয়ার, একজন শক্তিশালী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন এবং যাঁরা পদে অধিষ্ঠিত তাদের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন নি, এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ যদি বুদ্ধি খেলিয়ে ভাবেন, তাহলেই উত্তর পেয়ে যাবেন(মতভেদের কারণ আমরা জানি ক্ষমতায় কে আছেন, শ্রীনিবাসন ছাড়া আবার কে!)

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন এবং তাঁর সহযোগীদের অব্যবস্থার অপর একটি অতুলনীয় উদাহরণ বিহার রাজ্য। একদা রঞ্জি ট্রফির পক্ষ এবং একটি পূর্ণ সদস্য, এই রাজ্যটি নিয়ন্ত্রক সংস্থায় পুনঃস্বীকৃতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কেন? এবারও কারণ যখন ঝাড়খণ্ড তৈরীর জন্য রাজ্যটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল তখন বিহার উপেক্ষিত হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড স্বীকৃতি পেয়ে গেছে, কিন্তু বিহার নয়। তার ফলস্বরূপ শ্রীনিবাসন ও তাঁর সহযোগীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা কারণে, আজ বিহারকে লড়তে হচ্ছে। আজকে আমরা আদিত্য ভার্মার মত সমর্থ

প্রশাসককে পেয়েছি, যিনি জনে জনে গিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর বিহার গোষ্ঠী, শ্রীনিবাসন ও তাঁর সহযোগীদের কোনও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না।

আমার চিন্তা হচ্ছে এই ভেবে যে, এই প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আমরা এমন অনেক প্রতিভাশালী খেলোয়াড়দের হারাবো যারা দেশের আনাচেকোণাচে প্রচুর সংখ্যায় লভ্য। আমরা যত এই উগ্রতাকে ঠাঁই দেব তত এক সেরা ক্রিকেটের দেশ হয়ে ওঠা থেকে পিছিয়ে পড়ব। শেষপর্যন্ত শ্রীনিবাসনের এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে তিনি এই খেলার জন্য এবং এর উল্টোটা নয়। ডানকান ফ্লেচারের ডানা ছাঁটতে শ্রীনিবাসনের একটি নয়, তিন বছর ধরে দু-দুটি ইংল্যান্ড ট্যুরের প্রয়োজন হয়েছে। এই ভেবে অবাক লাগছে, শ্রীনিবাসনকে অন্ধভাবে অনুসরণের মূর্খামি উপলব্ধি করতে অন্যান্যদের আরও কি কি মাশুল দিতে হবে।

আমরা একত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মত টিম ইন্ডিয়া গড়তে চাই। কিন্তু যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হই, তাহলে চলতি সিরিজে ইংল্যান্ডে আমরা যেমন লড়াই করেছি তেমনি করতে হবে। কিন্তু কেউ কি শুনছে?

সবসময় বড়মাপের ভাবুন।